দৈনিক সংবাদ

তারিখ ১২ SEP. 1988
পৃষ্ঠা ৫ কলাম 1

টিভির শিক্ষাঙ্গন প্রসঙ্গে

গত ৫ই সেপ্টেম্বর শিক্ষাঙ্গন অনুষ্ঠানে শিক্ষাদানের বিষয় ছিল বাংলা ব্যাকরণ, প্রসঙ্গ: কারক। এ অনুষ্ঠানে আমার যেসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে সেগুলো হচ্ছে:

১) শিক্ষিকাকে প্রথম থেকে শেষাবধি খুবই বিষণ্ণ মনে হয়েছে, যা শিক্ষক-সুলভ মানসিকতাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। (২) কারকের শব্দগত ব্যাখ্যা মুখে অস্পষ্ট স্বরে বলেছেন বটে ব্লাক বোর্ডে লিখেননি (প্রয়োজন যদিও ছিল)। (৩) ক্রমাগত লেখা আর সাথে সাথেই মুছে ফেলা বড়ই বেমানান ঠেকেছে। এখানে শিক্ষার্থীদের বোধগম্যের বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে। (৪) ছয় প্রকার কারকের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। (৫) করিম সাহেব শুক্রবার নিজ হাতে ভিক্ষুকদের গোলা থেকে ধান দেন। এ বাক্যে সকল কারকের অন্বয় দেখাতে গিয়ে তিনি লিখলেন, গোলা থেকে--করণ কারক (পরে অবশ্য নোটখাতা দেখে ঠিক করে লিখেন)। সামগ্রিকভাবে অনুষ্ঠানটি ছিল শিক্ষাঙ্গন নয়, সংশ্লিষ্ট শিক্ষিকার কাঁচা শিক্ষা দানের বিড়ম্বনা। আমার বক্তব্য:

টিভির মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতি টিভি কর্তৃপক্ষের একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে টিভিতে শিক্ষাঙ্গন অনুষ্ঠানটির সংযোজন নিঃসন্দেহে শিক্ষার্থীদের ন্যায্য পাওনা। আর এতে সঠিক, নির্ভুল শিক্ষাদান যেমন সকলের কাম্য, তেমনি বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা তথা সহজবোধ্য বিশ্লেষণ অভিপ্রেত, কিন্তু তার পরিবর্তে এ অনুষ্ঠান দ্বারা ভুল শিক্ষাদানের অভিযোগ যেমন নতুন নয়, তেমনি অভিজ্ঞ শিক্ষকশিক্ষিকা দ্বারা শিক্ষাদানের জন্য কর্তৃপক্ষেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে বহুবার চিঠিপত্রের মাধ্যমে। টিভি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তারা যেন এ ধরনের অভিযোগের পুনরাবৃত্তি রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

অর্জুন চন্দ্র দাস,
২০৬ (দ:) জগন্নাথ হল,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পাবলিক লাইব্রেরীটিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করুন

পিরোজপুর জেলাধীন মঠবাড়িয়া উপজেলার অধিবাসীদের বহুদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবেদন, নিবেদনের পর একটি পাবলিক লাইব্রেরী কিছুদিন পূর্বে চালু হলেও আজ পর্যন্ত লাইব্রেরীটিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়নি। এতে করে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সফল করা হয়নি। কারণ দেশের পাবলিক লাইব্রেরীগুলোতে সাধারণত: রাতেই পাঠকদের সমাগম হয় বেশী। বিশেষ করে যারা চাকরিজীবী তাদের রাত ছাড়া কোন উপায়ই নেই। কিন্তু এখানে বিদ্যুৎ না থাকার জন্য অনেক চাকরিজীবী পাঠকের ইচ্ছা থাকলেও সে ইচ্ছা পূরণ হচ্ছে না। বিদ্যুৎ না থাকার জন্য পাবলিক লাইব্রেরীটির সময়সূচী হচ্ছে বিকেল তিনটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত।

তাই কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন, অনতিবিলম্বে লাইব্রেরীটিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে পাঠককুলের সমস্যা দূর করুন।

দীপক রায়,
মঠবাড়িয়া,
পিরোজপুর।

চকোরিয়ায় পাবলিক লাইব্রেরী চাই

কক্সবাজার জেলার উত্তরে সর্বশেষ সীমান্ত উপজেলা চকোরিয়া। দূরত্ব কক্সবাজার সদর থেকে ৫২ কি:মি:-এর কিছু বেশী। এ এলাকার লোকসংখ্যা সাড়ে তিন লাখ।

এখানে সরকারী, বেসরকারী ও বহু স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ৩টি উচ্চ বিদ্যালয়, একটি বালিকা বিদ্যালয় ও একটি ডিগ্রী কলেজ রয়েছে। এছাড়া সমগ্র উপজেলার ১৭টি ইউনিয়নে রয়েছে অসংখ্য বেসরকারী রাবার বাগান প্রকল্পের বড় বড় অফিস ও অনুরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

স্থানীয়-অস্থানীয় সরকারী-বেসরকারী অফিসের অসংখ্য কর্মচারী, কর্মকর্তা এবং এলাকার পাঠকসমাজ ও জনগণ দীর্ঘদিন যাবৎ উপজেলা সদরে একটি পাবলিক লাইব্রেরীর জন্যে দাবী জানিয়ে আসছেন।

ঢাকার দৈনিক, সাপ্তাহিক ও সাময়িকীগুলো এখানে পৌছে ১।২ দিন পরে। অনেক সময় আসেও না।

এলাকার বিপুলসংখ্যক পাঠক ও শিক্ষিতজনের মননশীলতার সঠিক বিকাশে চকোরিয়ায় অবিলম্বে একটি পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপনের জন্য পুনরায় দাবী জানাচ্ছি।

ডা: পি, জি ভট্টাচার্য,
৪৭৪৩ কক্সবাজার।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে অনিয়ম

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজের অধ্যয়নরত (দিবা/নৈশ) ছাত্রের সংখ্যা কয়েক হাজার এবং ঢাকা শহরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থেকে বহু কষ্টে লেখাপড়া করছে। অনেকে সুদূর নারায়ণগঞ্জ বা সাভার থেকে এসে ক্লাস করে। জগন্নাথ কলেজের ছোট ও মাঝারি কয়েকটা ছাত্রাবাস রয়েছে। তাছাড়া কলেজসংলগ্ন পাঁচতলা বিরাট ভবনে এইচ, এম এরশাদ হল নামে একটি ছাত্রাবাস সরকারীভাবে তৈরী হয়েছে। সরকারের এ সাহায্য প্রশংসনীয়। কিন্তু ছাত্রাবাসগুলোতে কলেজ কর্তৃপক্ষের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কিছু ছাত্রনামধারী যুবক এর হর্তাকর্তা। তারা কলেজে জোরপূর্বক (অধুনালুপ্ত জাতীয় ছাত্রসমাজ) ছাত্র সংসদ গঠন করেছে। কলেজের প্রশাসন বলতে তারাই সব। পুরনো ঢাকার ছাত্র নামধারী কিছু যুবক নিজেদের দখলে এ হলগুলো রেখেছে। হলে সীট পেতে হলে প্রথমত: তাদের পিছনে হাঁটা লাগে। অভিযোগ আছে, অবৈধ উপায়ে তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারলে সীট পাওয়া যায়। শুভাকাঙ্ক্ষীদের সুপারিশক্রমেও অনেকে সীট পেতে পারে। কলেজ কর্তৃপক্ষের মেধা অনুসারে সীট দেয়ার ব্যবস্থা নেই। ছাত্র সংসদ ইচ্ছামত ছাত্রদের হলে সীট বন্টন করছে। এদের মধ্যে অনেকেই লেখাপড়া করে না, চাকরি করে। ফলে এই কলেজের অধিকাংশ শিক্ষার্থী রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় মানবেতর জীবনযাপন করছে। অবশেষে অনেকেই পড়াপাঠ চুকিয়ে ঘরে ফিরে যায়।

খাবারের মান নিম্ন, কিন্তু